بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মক্কা বিজয় অভিযানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ এবং আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নীরবে মক্কার নিকটে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন-এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তিনি (সা.) দশ হাজার স্থানে পৃথকভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা এটি দেখে অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনার কিছু বিবরণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এর আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ একটি স্থানে এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) যেহেতু আবু সুফিয়ানের পুরনো বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি তাঁকে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজি করান এবং তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নবীজির সভায় পৌঁছে দেন। আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছান, তখন তিনি ইসলামী সৈন্যবাহিনীর জাঁকজমক ও শৃঙ্খলা দেখে চরম বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তার অন্তরে এক গভীর পরিবর্তন আসতে শুরু করে, কারণ সাত বছর পূর্বের সে দিনটির কথা তার মনে পড়ছিল, যখন মহানবী (সা.)-কে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আজ, সেই মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে এসেছেন-কোনো ধরনের প্রতিশোধ, যুলুম-অত্যাচার ছাড়াই। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন, তাকে হযরত আব্বাস (রা.) এর সঙ্গে রাত কাটাতে দাও, যাতে সে নিজের চোখে সব কিছু দেখে ও বুঝতে পারে।

পরেরদিন সকালে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের ওযু করতে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে দেখে ভীত হয়ে পড়ে। এটি দেখে সে মনে করছিল, হয়ত সাহাবীরা তার জন্য কোনো অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা করছে। তাই এ বিষয়টি সে হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন,

Scanned with OKEN Scanner

তারা নামায পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নামাযের সময় আবু সুফিয়ান যখন দেখল যে হাজার হাজার মুসলমান মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে একসঙ্গে রুকু ও সেজদায় যাচ্ছে, তখন সে অবাক বিস্ময়ে হযরত আব্বাসকে বলল, **আমি রোম ও পারস্য সম্রাটের দরবার দেখেছি, কিন্তু তাদের জাতিকে নেতার প্রতি এতটা নিবেদিত দেখিনি যতটা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর অনুসারীদের দেখেছি।** এ সময় হযরত আব্বাস (রা.) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, এখন মহানবী (সা.) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উত্তম হবে। নামায শেষ হলে হযরত আব্বাস তাঁকে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে যান। মহানবী (সা.) তাঁকে এক আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং নিজের রিসালাত (নবুওত)-এ বিশ্বাস আনার কথা বলেন। আবু সুফিয়ান এক আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেও রিসালাতের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করে। অথচ তার সঙ্গী হাকীম বিন হিযাম এবং আরেক ব্যক্তি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় পুরোপুরি ইসলামের প্রতি উন্মুক্ত হয় মক্কা বিজয়ের পর। হাকীম বিন হিযাম মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করেন, **আপনি কি নিজের জাতিকেই ধ্বংস করতে এসেছেন?** উত্তরে মহানবী (সা.) ব্যাখ্যা করেন, **মক্কাবাসীরা অত্যাচার করেছে, চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং সম্মানিত স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তাই এই পদক্ষেপ অপরিহার্য ছিল।** তবুও, তিনি (সা.) স্পষ্ট করে দেন, **যারা তরবারি ধারণ করবে না, যারা নিজগৃহে আবদ্ধ থাকবে, অথবা যারা আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম কিংবা কাবাগৃহে আশ্রয় নেবে-তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।**

হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তার ইসলাম এখনও দুর্বল। মহানবী (সা.) নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তাকে (আবু সুফিয়ানকে) আটকানো হোক, যাতে সে ইসলামী বাহিনীকে স্বচক্ষে দেখতে পারে। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে একটি উপত্যকায় সকাল পর্যন্ত আটকে রাখেন। সকালে বিভিন্ন দল একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে। আবু সুফিয়ান ইসলামী বাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। আনসারদের বাহিনীর নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) উত্তেজনাবশত বলেনঃ **আজ যুদ্ধের দিন, আজ কাবার পবিত্রতা রক্ষা করা হবে না।** এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান মন্তব্য করেনঃ **এই দিন তো ধ্বংসের দিন হতে পারে!**

এরপর মহানবী (সা.) নিজেও একটি বাহিনীর সঙ্গে এলেন, যার পতাকা ছিল **হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)**-এর হাতে। একটি অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, যখন মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেনঃ **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী আপনার জাতিকে গণহারে হত্যার আদেশ দিয়েছেন? সা'দ বিন উবাদা তো এমনটিই বলছে। আমি আপনার জাতির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি মানুষের মাঝে সর্বোত্তম, পুণ্যকর্মশীল, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারী এবং কৃপালু।** তিনি (সা.) বলেন, **সা'দ যা বলেছে ভুল বলেছে। আজ অনুগ্রহ করার দিন, আল্লাহ্ তা'লা কা'বা গৃহের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন এবং কুরাইশকে প্রকৃত সম্মানে ভূষিত করবেন।** এরপর মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-র কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র হযরত কায়েস (রা.)- এর হাতে তা তুলে দেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন যে, এভাবে মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের মনও রক্ষা করলেন এবং আনসারদের মনেও কোনো আঘাত লাগতে দিলেন না, এবং কায়েস (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর পূর্ণ আস্থা ছিল, কারণ কায়েস ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের একজন তরুণ। **ইবনে আবি শাইবাহ** থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্বাস (রা.) বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করি এবং আপনি তাদের নিরাপত্তা প্রদান করুন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাদা রঙের **'শাহবা'** নামক খচ্চরে চড়ে রওনা হন এবং মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেনঃ **হে মক্কাবাসীরা! ইসলাম গ্রহণ করো, তোমরা মুক্তি পাবে। তোমাদের দিকে এমন এক বিশাল বাহিনী এগিয়ে এসেছে, যার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।**

Scanned with OKEN Scanner

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: যখন আবু সুফিয়ান মনে মনে খুশি হচ্ছিলেন যে তিনি মক্কার লোকদের রক্ষা করার একটি পথ বের করেছেন, তখন তাঁর স্ত্রী হিন্দা-যে ইসলাম শুরুর সময় থেকেই মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার শিক্ষা দিত এবং কাফির হয়েও সে ছিল প্রকৃতপক্ষে এক সাহসী নারী, সামনে এগিয়ে এসে তার স্বামীর দাড়ি ধরে এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেঃ **এসো! এই বৃদ্ধ বোকাটিকে হত্যা করো! কারণ সে তোমাদের উপদেশ দেওয়ার বদলে বলছে, যাও এবং নিজের জীবন ও শহরের সম্মানের জন্য লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করো! বরং সে তোমাদের মধ্যে শান্তির ঘোষণা দিচ্ছে!** আবু সুফিয়ান তখন বলেনঃ **হে নির্বোধ! এখন এসব কথা বলার সময় নয়, ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। আমি যে সেনাবাহিনী দেখে এসেছি, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য পুরো আরববাসীর নেই।**

ইসলামী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশের ঘটনা সহীহ বুখারীতে এভাবে লেখা রয়েছে, **হযরত উরওয়া (রা.)** থেকে বর্ণিত- মহানবী (সা.) **হযরত যুবাইর (রা.)**-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মক্কার উচ্চভূমি 'কাযা' দিয়ে প্রবেশ করেন, তার পতাকা 'হাজুন'-এ স্থাপন করেন এবং তাঁর (সা.)-এর না আসা পর্যন্ত সে স্থান পরিত্যাগ না করেন। অন্যদিকে **হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)** ছিলেন বাহিনীর ডান পাশের দায়িত্বে। তার সঙ্গী বাহিনীতে আসলাম, সুলায়িম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়না গোত্রসমূহের লোকজন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা মক্কা মুকাররমার নিম্নাঞ্চল 'লীত' দিয়ে প্রবেশ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে নিকটবর্তী বাড়ি গুলোর পাশে পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.) **হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)**-কে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তারা যেন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না। কেবল তার সাথেই যুদ্ধ করবে, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় প্রবেশের নিকটে ছিলেন, তখন মক্কার কিছু প্রভাবশালী নেতা যেমন সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহায়েল মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং 'খান্দামা' নামক স্থানে কুরাইশ, বনু বকর ও হুযায়েল গোত্রের লোকজনকে জড়ো করে। তারা শপথ করছিল যে মুহাম্মদ (সা.) কখনোই শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।

বনু বকর গোত্রের একজন ব্যক্তি ছিল-**জিমাশ বিন কায়েস**-সে খুব অহংকার নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে সাবধান করে বলেছিল, তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। তবুও সে খান্দামার দিকে রওনা হয়। যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামি সৈন্যবাহিনী খান্দামার পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চায়, তখন ওই মুশরিকরা প্রতিরোধ করে এবং যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে বনু বকর গোত্রের ২০ জন এবং হুযায়েল গোত্রের ৩ বা ৪ জন নিহত হয় এবং শত্রুপক্ষ চরমভাবে পরাজিত হয়ে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জিমাশ বিন কায়েসও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে এবং স্ত্রীর কাছে বলে, দরজা বন্ধ করে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে তিরস্কার করে। লজ্জায় জিমাশ কিছু কবিতা পাঠ করে, যার অর্থ ছিল- যদি তুমি নিজে খান্দামার যুদ্ধ দেখতে, তাহলে বুঝতে পারতে, সাফওয়ান, ইকরামা-সবাই পালিয়ে গিয়েছিল, আর তাদের মাথার ওপর তরবারি ঝড়ের মতো পড়ছিল।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর অশ্বারোহী দলের দু'জন সাহাবি এই অভিযানে শহীদ হয়েছিলেন।

এমন সময়, যখন মক্কাবাসীরা ইসলাম ও নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাথীদের ভুলে যাননি। নিশ্চয় কয়েক বছর পূর্বে মক্কার অলিগলিতে হওয়া অত্যাচার ও নিপীড়নের কথাও তাঁর মনে পড়ে থাকবে; সেই বেলালের কথাও (মনে পড়ে থাকবে) যাকে রশিতে বেঁধে এখানে পাথুরে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করা হতো। আজ সেই বেলাল এ বিজয়ী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আজ হয়ত বেলালের হৃদয়ে বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে থাকবে। তিনি (সা.) এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক মনে করলেন।

Scanned with OKEN Scanner

মহানবী (সা.) সেই সব নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে এক অনন্য সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মক্কাবিজয়ের সময় তিনি (সা.) হযরত বিলালের ভাই **আবি রুওয়াইহা**-কে একটি পতাকা দিলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ **যে এই পতাকার নিচে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে**। এর পাশাপাশি, মহানবী (সা.) হযরত বিলালকে নির্দেশ দিলেন সে নিজেও যেন মক্কার গলিতে গিয়ে এই শান্তির বার্তা প্রচার করে। এই পদক্ষেপ ছিল এক গভীর প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ এবং ইসলামি নৈতিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

বিলাল (রা.) ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মক্কার এই অলিতেগলিতে চরম অবমাননা ও জুলুমের শিকার হয়েছিলেন- কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিশোধ তরবারির মাধ্যমে নেননি, বরং হযরত বিলাল (রা.)-কে শান্তির বার্তা প্রদানকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই কর্ম দ্বারা বিলালের অন্তর থেকে প্রতিশোধের আগুন ভালোবাসা ও মর্যাদায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিলাল (রা.) তখন নিশ্চয়ই অনুভব করছিলেন যে তিনি এক সময় এক দাস ছিলেন, যিনি অপমান ও নিপীড়নের শিকার হতেন, আজ তিনি সেই একই লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয় প্রদান করছেন। এই প্রতিশোধ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধ থেকেও অধিক মহৎ ছিল। কারণ হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের পুরো জাতিকে ক্ষমা করলেন-একজন দাসের মাধ্যমে। এই ঘটনা শুধু ইসলামি ন্যায়বিচার ও দয়ার সর্বোচ্চ উদাহরণ নয়, বরং এটি বিলালের মতো এক নির্যাতিত, দুর্বল ব্যক্তির প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শনেরও এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-যা বিশ্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ অতএব এটি হলো আমাদের মনিব ও নেতা (সা.)-এর প্রতিশোধ নেবার রীতি। **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ**।

তিনি বলেনঃ এটি ছিল মক্কায় প্রবেশের প্রারম্ভিক বর্ণনা। আগামীতেও বর্ণনা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষে হুযূর (আই.) লাহোরের মুকাররম এনাম উল্লাহ্ সাহেবের স্ত্রী প্রয়াত **মুকাররমা আমীনা শাহনাজ সাহেবা**'র সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

27 June 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....................P.O.........................

Distt.........................Pin.........W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat

Scanned with OKEN Scanner